

# ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ : একটি

## প্রামাণিক সমালোচনা

স্নিগ্ধা আলী

e-mail: [snigdha\\_ali@netzero.net](mailto:snigdha_ali@netzero.net)

‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, নিঃসন্দেহে। বিজ্ঞানের বা পদার্থবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব ও তথ্যগুলোকে সহজভাষায় একটি বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেয়ার ইচ্ছা এবং চেষ্টা খুব সহজপ্রাপ্য নয়। তেমনি, আলোচ্য কোন আপাতকঠিন বিষয়ের মূলস্তরে পৌঁছেও পুরো লেখাটিকে আনাবশ্যিক জটিল না করে তোলার জন্য অবশ্যই লেখকের ধন্যবাদ প্রাপ্য হয়। খেলস, প্লেটো, আরিস্ততল, টলেমি থেকে যাত্রা শুরু করে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের বিরোধের মিমাংসা ব্যাখ্যা করে, ব্ল্যাক হোল, বিগ ব্যাং এবং অবশেষে স্ট্রিং থিওরির মত সাম্প্রতিক ধ্যান ধারণা গুলোকে ছুঁয়ে মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির একটি ধারাবর্ণনা এই লেখাটির মূল উদ্দেশ্য। একটি সীমিত পরিসরে এত বিস্তৃত একটি বিষয়ের আলোচনা খুব সহজ কাজ নয়। সেজন্যই বোধ হয় কোন কোন জায়গায় পাঠকের একটু আপর্যাপ্ততার খেদ থেকে যায়। সবগুলো বিষয়ের প্রতি সমান ভাবে সুবিচার করা হয় নি বলে মনে হয়ে। তবে লেখাটির উদ্দিষ্ট পাঠককুল যদি বিজ্ঞান বিষয়ে চর্চা করেন অথবা এই বিষয়ে বেশ খানিকটা অবগত আছেন এমন কিছু ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে বলতে হবে লেখাটির কোনো পরিমার্জনার দরকার নেই। কিন্তু পটভূমি নির্বিশেষে অর্থাৎ পাঠকের বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের দৌড় নির্বিশেষে প্রবেশাধিকার পেতে হলে এই লেখাটিকে আরো একটু, আরও অল্প একটু বিস্তারিত হতে হবে। আরেকটি সহজ সমাধান হতে পারে পুরো লেখাটিকে শুধুমাত্র সাতটি পবে সীমাবদ্ধ না রেখে বিষয় অনুযায়ী প্রতিটি পর্বকে কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে ফেলা যাতে বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা এবং আলোচনার ব্যাপারটি আরো মসৃনভাবে হতে পারে।

‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ যদিও একটি সিরিজ, এর পর্বগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। এবং এই স্বনির্ভর বিচ্ছিন্নতার ভাল এবং খারাপ

দুটো দিকই রয়েছে। এতে করে পাঠক কে কোন ক্রমানুবর্তিতার গন্ডিতে আটকে না রেখে তার ইচ্ছেমতো অংশ বা অধ্যায় বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। আবার একইসাথে আলাদা আলাদা হবার কারনেই হয়তো সবগুলো পর্বে লেখার মানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, প্রথম দিকের পর্বগুলো অনেক বেশি সুসংবদ্ধ। পড়তে গেলে লেখার টান খুব স্পষ্ট করে অনুভব করা যায়। কিন্তু লেখাটির শেষের দিকে বিশেষত শেষ পর্বটি পুরো লেখার তুলনায় বেশ কিছুটা দুর্বল। তবে তার কারণ খুব সম্ভবত একাধিক। এই সিরিজটি মূলত বিজ্ঞান কেন্দ্রিক হবে বলে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করলেও লেখক শেষ পর্বে 'তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গির পরিপূরক দর্শন' গত অবস্থান কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন। এবং আসলে এটি তার বিজ্ঞানের প্রতি দায়বদ্ধতারই একটি অংশ। কিন্তু সমস্যা হলো, সেটি করতে গিয়ে এই পর্বটির মূল সুর পুরো লেখাটির সাথে কেমন যেন অসংগতিপূর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে। বা, বলা ভাল এখানে হটাৎ লেখনশৈলীর ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ ছন্দপতন ঘটেছে। যেমন, সপ্তম পর্বটি শুরুই হয়েছে লেখকের এক বন্ধু/ পরিচিতের নাম উল্লেখ করে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যত সত্যিই হোক না কেন কোন ঘটনা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রকৃত কুশীলবদের নাম অপ্রকাশিত রাখাটাই বাঞ্ছনীয়। একইভাবে দুটি 'বিশ্বাস নির্ভর' বাংলা ওয়েবসাইটের নামোল্লেখ করা খুবই কি দরকারি ছিলো? এগুলোতে কেমন যেন লেখার নৈর্ব্যক্তিকতাই ক্ষুণ্ণ হয়। পিলের মতবাদ সম্পর্কে আর একটু বিশদ আলোচনা করলে ডকিনসের যুক্তির সারবত্তা আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হোত বলে মনে হয়। আবার 'গড ইন গেপস' এর প্রসঙ্গে পরিষ্কারীর উদাহরণটি খুবই যথাযথ। তেমনি শূন্য থেকে মহাবিশ্বের আবির্ভাবের ব্যাপারটি বেশ অক্লেশেই দর্শন এবং বিজ্ঞানের সমান্তরতা তুলে ধরে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশেষ পছন্দ হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র গুলোকে ঈশ্বরের অনুকল্প হিসেবে চিন্তা করার প্রস্তাবনা। আসলেই ত এখন আমাদের উচিত কোন কিছুকে 'প্রশ্নাতীত' ভাবে মেনে নেওয়া' অন্তত একটু ক্ষণের জন্য থামিয়ে রেখে সম্ভাব্য বিকল্পগুলোকে খতিয়ে দেখা। সেই ঔচিত্যবোধের দিকে আমাদের একটু হলেও এগিয়ে নেওয়ার জন্য লেখককে অভিনন্দন।

[\*সমালোচনাটি প্রাথমিকভাবে শুধু ব্যক্তিগত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত পরিসরে রচিত হলেও, লেখিকা পরবর্তীতে এটি মুক্ত-মনায় প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন।]